গর্ভাধান অর্থাৎ সন্তান ধারণ সময়কাল

মহামুনি ঋষি বেদব্যাসের মতে গর্ভাধান অর্থাৎ সন্তান ধারণ সময়কাল সম্পর্কে বলেছেন—সুসন্তান লাভ করতে চাইলে কী কী বিষয় মেনে চলা উচিত, ঋতৌ দিনভেদে কন্যাপুত্র জন্মজ্ঞানম্
গর্ভাধান একটি পবিত্র কর্ম, একটি সাধনা।

শুদ্ধ বস্ত্রে, শুদ্ধ শয্যায়, শুদ্ধ চিত্তে সহবাসে লিপ্ত হতে হয় তবেই সুশীল, ধার্মিক, সুকুমার সুকুমারী পুত্র বা কন্যা সন্তান লাভ হয়। ক্লান্ত, চিন্তিত, ভয়ার্ত, বাহ্যক্রিয়া কিংবা প্রস্রাবের বেগে, ক্ষুধা, পিপাসা, মানসিক প্রতিকূলতার সময় সহবাস নিষিদ্ধ। গর্ভধারণের সময় ধর্ম চিন্তা করলে সন্তান ধার্মিক হবে তা শতসিদ্ধ নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন শাস্ত্র।

সন্তান না থাকা যে কোনও দম্পতির কাছেই এক চরম অভিশাপ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে সন্তান না হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। এই নিবন্ধে এর ব্যাখ্যা করা হবে না। এখানে দৃষ্টিপাত করা হবে শাস্ত্রীয় মতে কী কী নিয়ম মেনে চলতে পারলে সুসন্তান লাভ অসম্ভব নয়।

বেদব্যাস বলেছেন—
রাত্রৌ চতুর্থাং পুত্রঃ সাদল্লয়ুর্ধন বর্জিতঃ।
পঞ্চম্যাং পুত্রিনীঃনারী ষষ্ঠাং পুত্রঃ সুমধ্যমঃ।
সপ্তম্যাম প্রজা যেষদিষ্ট ম্যামীশ্বরঃ পুমান।
নবম্যং সুতপানারী দশম্যাং প্রবরঃ সুতঃ।
একাদশ্যাম ধৰ্ম্মা স্ত্রী দাদশাং পুরুষোত্তমঃ।
এয়োদশ্যাং সুতা পাপা বর্ণ সঙ্কর কারিনী।
ধর্মজ্ঞশ্চকৃতজ্ঞশ্চ আত্মবেদী দৃঢ়ব্রতঃ।
প্রজায়তে চতুদ্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং পতিব্রতা।
আশ্রয়ঃ সর্বভূতানাং ষোড়শ্যাং যায়তে পুমান।
বেদব্যাস মতে ঋতুর দিন ভেদে কন্যা ও পুত্র জন্ম নিরুপিত হইয়াছে।
ঋতুর প্রথম দিনাবধি ষোড়শদিন পর্যন্ত ঋতুকাল তাহার ১, ২,৩, ৪, ৭, ১১, ১৩ রাত্রি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।
১) ৪র্থ দিবসের রাত্রিতে মিলনে পুত্র অল্পায়ু, ধনহীন।
২) ৫ম দিবসের রাত্রিতে মিলনে কন্যা জন্ম।
৩) ৬ষ্ঠ দিবসের রাত্রিতে মিলনে সুমধ্যম পুত্র।
৪) ৭ম দিবসের রাত্রিতে মিলনে বন্ধ্যা কন্যা জন্ম।
৫) ৮ম দিবসের রাত্রিতে মিলনে শ্রেষ্ঠ পুত্র সন্তান।
৬) ৯ম দিবসের রাত্রিতে মিলনে সুভগা কন্যা সন্তানে জন্ম।
৭) ১০ম দিবসের রাত্রিতে মিলনে শ্রেষ্ঠতর পুত্র জন্ম।
৮) ১১তম দিবসের রাত্রিতে মিলনে ধর্মহীনা কন্যা জন্ম।
৯) ১২তম দিবসের রাত্রিতে মিলনে উত্তম পুত্র জন্ম।
১০) ১৩তম দিবসের রাত্রিতে মিলনে পাপিনী ব্যাভিচারিনী, কন্যা জন্ম।
১১) ১৪তম দিবসের রাত্রিতে মিলনে ধার্মিক, কৃতজ্ঞ, আত্মবান, সম্পন্ন কন্যা

জন্ম।
১২) ১৫তম দবিসরে রাত্রতিে মলিনে পতিব্রতা কন্যা জন্ম।
১৩) ১৬তম দবিসরে রাত্রতিে মলিনে ঈশ্বরাংশ সস্তুত পরম ধর্মপরায়ন, সত্যবাদী, জতিন্দ্রীয় শতায়ু, সর্বলোকেরে আশ্রয় মহাপরুষরে জন্ম হয়।

সাধারণ জ্ঞাতব্য সময় হলো–
১) মলিনরে সময় রাত্রি ১১টা হইতে ৩ টার মধ্যে এর আগে ও পরে আসুরকি সময় এবং দবিা মলিন নষিদ্ধি।
২) রাত্ররি প্রথম প্রহরে গর্ভধারণ করলে, সইে গর্ভস্থ সন্তান রুগ্ন ও স্বল্প আয়ুর হয়।
৩) রাত্ররি দ্বতিীয় ও তৃতীয় প্রহর গর্ভধারণরে জন্য খুব একটা ভাল সময় নয়।
৪) চতুর্থ প্রহরে গর্ভধারণ করলে, সন্তান দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হয়।
৫) চতুর্থ প্রহরে গর্ভধারণরে ক্ষত্রেে খুবই উপযুক্ত সময় ও ভাল সময়।
৬) সোমবার, বৃহস্পতবিার এবং শুক্রবার রাত্রে সহবাস করলে খুব ভাল।
৭) মঙ্গলবার রাত্রে সহবাস না করাই ভাল।
৮) সকাল, সন্ধ্যা এবং দ্বপি্রহরে সহবাস হানকিারক। সন্ধ্যা সময় আসুরকি কাল। এই সময় প্রজাপত কিশ্যপ আরাধনায় রত ছলিনে সইে সময় তার স্ত্রী দত িস্বামীর সঙ্গে মলিনরে প্রার্থনা করাতে কশ্যপরে নষিধে সত্ত্বওে মলিনে অসুর পুত্রদ্বয় (হরিন্যকশপিু ও হরিন্যক্ষ) জন্ম লাভ করছেলিনে।

তাছাড়া একাদশী, পূর্ণমিা, অমাবস্যা, জ্যষ্ঠে্য, মূলা, অঘা, মঘা, অশ্লষো, রবেতী, কৃত্তকিা, অশ্বনিী, মৃগশরিা উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, চত্রিা, পুনর্ব্বসু, স্বাতী, হস্তা, শতভষিা, রোহনিী, ধনষ্ঠিা, শ্রবণা, পুষ্যানক্ষত্রে বষ্টিভিদ্রা এবং পর্বদনি, ষষ্ঠী, চতুর্থী ও নবমী ত্যাগ করয়িা সোম, বুধ, বৃহস্পত,ি শুক্রবার মঙ্গলবার রববিার যুগ্মরাত্রতিে গর্ভধান করবি। প্রত্যকে নারী পুরুষরে একাদশী ব্রত অবশ্যই পালনীয়। একাদশীতে শুধু দুধ, ফল, জল, মুলজাতীয় খাদ্য গ্রহনীয়। ধান, গম, ডাল, যব শস্য জাতীয় খাদ্য ত্যাগ করতিে হইবে।

গর্ভাধান অর্থাৎ একজন নারীর নর্দিষ্টি বয়সে মাসকি শুরু হবার পর থকেে প্রত িমাসে একট িকরে ডম্বিাণু পরপিক্ব হয়। এই ডম্বিাণু সাধারণত দুই মাসকিরে মাঝামাঝ িসময়ে ডমিরে থল িথকেে ডম্বিবাহী নালীতে আস।ে এই সময়ে যদ িযৌন মলিন হয়, তাহলে পুরুষরে শুক্রাণু যোনপিথ দয়িে ডম্বিবাহী নালীতে গয়িে পৌঁছ।ে সখোনে ডম্বিাণুর সাথে মলিতি হবার ফলে ভ্রুণ তরৈ িহয়। একে গর্ভধারণ বল।ে এই ভ্রুণ কয়কে দনি পর জরায়ুতে এসে পৌঁছে এবং সখোনে বড় হয়ে শশিুতে পরণিত হয়।

সাধারণ জ্ঞাতব্য তথ্য বলা হয়ছে–
১) গর্ভধান রাত্রতিে শুদ্ধ বছিানায়, শুদ্ধবস্ত্র পরধিান এবং গৃহে সুগন্ধ ধূপ ও সুগন্ধ তলৈ দহেে ধারণ করতিে হইব।ে
২) স্ত্রী পুরুষ উভয়ে ভগবানরে স্তব স্তুত িগুণকীর্ত্তন করতিে হইব।ে
৩) পরদনি প্রাতে উভয়ে ভগবান শ্রীহররি পূজা সমাপন করয়িা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া উভয়ে ভগবানরে নবিদেতি মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবি।ে
৪) স্ত্রীজাত িগর্ভে সন্তান অবস্থায় সৎ কর্ম ও অধ্যায়ন করবিে তাহলে সন্তান সৎ, ধর্মপরায়ন ও বদ্যিান হইব।ে
৫) বনিা কারণে স্ত্রীকে নর্যিাতন মহাপাপ।

Published on: Jan, 02 2026 09:59

৬) স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিলন মহাপাপ।

৭) স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসুরিক মিলনে পাপী সন্তান জন্মে।

৮) স্ত্রীর চুল ধরে নির্যাস্ত মহাপাপ।

৯) স্ত্রীরও মনে রাখতে হবে পতি তার দেবতা এবং পতিকে ভগবানের ন্যায় শ্রদ্ধা ও পূজা করা তার ধর্ম।

১০) ভাগবত নক্ষত্র গণের মধ্যে ভরনী, অদ্রা, পুর্বফাল্গুনী, বিশাখা, অনুরাধা, পূর্বষাঢ়া, গর্ভধারণে প্রসস্থ।

১১) আপনি সন্তান লাভের চিন্তা তখনই করবেন, যখন আপনার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবে এবং মনের ভিতর কোনও রূপ খারাপ চিন্তা থাকবে না এবং পেট খালি থাকবে না, তখনই সহবাস করবেন।

১২) পায়খানা, প্রস্রাব, খিদে ও পিপাসার্ত থাকা অবস্থায় সহবাস করা উচিত নয়।

১৩) যখন সন্তান গর্ভে আসবে, তখন ধর্ম চিন্তা ও সৎ চিন্তা করলে, সন্তান ধার্মিক ও সুখী হয়।

১৪) গর্ভবতী রাগ, হিংসা, মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতি অন্যায় আচরণ এবং লোভ করলে গর্ভস্থ সন্তান সেই সমস্ত খারাপ গুণ নিয়ে জন্মায়।

১৫) গর্ভাবস্থায় দিবা নিদ্রা, উপবাস, সহবাস এবং রাত্রি জাগরণ পরিত্যগ করা উচিত।

১৬) রজঃস্বলা অবস্থায় সহবাস করা উচিত নয়। এই সময়ে সহবাস করে গর্ভধারণ হলে এই সমস্ত সন্তান স্বল্পায়ু ও অসুস্থ হয়।

১৭) গর্ভের চতুর্থ মাসে, গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গ ও প্রতঙ্গ ও চৈতন্যের প্রকাশ পায়। এই সময় মা যে ধরনের বিদ্যাচর্চা করবে, সন্তান সেই ধরনেরই গুণ নিয়ে জন্মাবে।

#sanatandharmakotha